কিউরিং

ঢালাই এর পর কংক্রিট ধীরে ধীরে যাতে তার পুরো শক্তি অর্জন করতে পারে সেজন্য কিউরিং করা হয়ে থাকে।

কোন কাজে কতদিন কিউরিং করতে হয়, তার আদর্শ সময়ঃ

- ভারবহন কারী মেম্বার যেমন বিম, কলাম, ছাদঃ ২৮ দিন
- গাঁথুনী ও প্লাস্টার, লিন্টেল ও সানশেড, নীট সিমেন্ট ফিনিশিংঃ কমপক্ষে ২১ দিন

কিউরিং এর কার্যকরী পদ্ধতিঃ

সাধারণভাবে কংক্রিট জমাট বেঁধে চূড়ান্ত শক্ত অবস্থায় আসলে অর্থাৎ ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পর কিউরিং প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়।

তবে আবহাওয়া এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিউরিং-এর যথাযথ কার্যকারিতার জন্য কংক্রিট ফিনিশিং-এর পর পরই কিউরিং-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ছাদ বা ফ্লোর ঢালাইয়ের পর প্রখর রোদ বা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য ফিনিশিং এর পরপরই প্লাস্টিক কভার দিয়ে ঢালাই স্থান ঢেকে রাখতে হবে।

প্লাস্টিক কভারঃ

এ সময় কংক্রিটের উপরিভাগে ১০০% প্লাস্টিক কভার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্লাস্টিক যেন সরে না যায় এজন্য কাঠের ব্লক অথবা ইটের সাহায্যে আটকিয়ে রাখতে হবে। শুষ্ক অবস্থা পর্যবেক্ষণে কভার সরিয়ে পানি স্প্রে করে আবার প্লাস্টিক বিছিয়ে দিতে হবে।

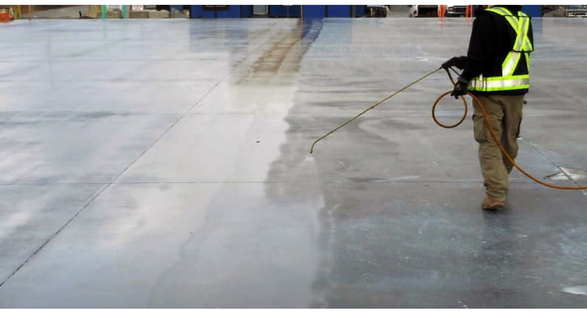

বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখাঃ

সাধারণভাবে ছাদ বা ফ্লোর কিউরিং-এর ক্ষেত্রে ঢালাইয়ের ১০ ঘন্টা পর পুরো কাস্টিং এরিয়াতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে কিউরিং করা হয়ে থাকে।

- কলাম এবং বীমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী কিউরিং পেতে ফর্ম ওয়ার্ক বা সাটার ধরে রাখতে হবে।
- কলাম এর ক্ষেত্রে সাটারিং উঠিয়ে ফেলার পরেও ভেজা চট দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে।
- কাঠের সাটারিং ব্যবহারের পূর্বে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া উচিত।
- খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি ঢালাই স্থান নিয়মিত পর্যবেক্ষণে দিনে ৫ থেকে ৭ বার কিউরিং করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ঢালাই এর পর কিউরিং যথাযথ হওয়া ভালো মানের কংক্রিট পেতে অত্যাবশ্যকীয়।